শক্তি প্রোডাকসনের একমাত্র সত্বাধিকারী
শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত

শ্রীশ্রীতারকেশ্বর

চিত্রনাট্য ও সংলাপঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

: পরিবেশনায় :

॥ সহর ও সহরতলী ॥
মুন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

॥ মফঃস্বল ॥
কালিকা ফিল্মস (প্রাঃ) লি

ঃ শ্রীশ্রীতারকেশ্বর মাহাত্ম্য ঃ

ইহা বহু প্রাচীন যুগের কাহিনী, স্বভাবতই কিছু কল্পনার সাহায্য নিয়ে প্রত্যেক চরিত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

॥ সুকুমার গাঙ্গুলী রচিত "তারকনাথ লীলা" কাহিনী অবলম্বনে ॥

ঃ চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ	ঃ পরিচালনা ঃ	ঃ সঙ্গীত ঃ	ঃ সম্পাদনা ঃ
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	বংশী আশ	পবিত্র চট্টোঃ অর্দ্ধেন্দু চট্টোঃ, রাসবিহারী সিংহ	
ঃ চিত্র-শিল্পী ঃ	ঃ শব্দযন্ত্রী ঃ		ঃ কর্ম্মসচিব ঃ
দিব্যেন্দু ঘোষ	সৌমেন চ্যাটার্জী		নরেন চট্টোপাধ্যায়
ঃ রূপ-সজ্জা ঃ	ঃ আলোক সম্পাত ঃ		ঃ ব্যবস্থাপনা ঃ
সুধীর দত্ত	বিমল দাস		হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
ঃ সাজ সজ্জা ঃ	ঃ বাদ্য-যন্ত্রী ঃ		ঃ পটশিল্পী ঃ
সন্তোষ নাথ	সুর ও শ্রী		রবি দাশগুপ্ত, প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
ঃ শিল্প নির্দ্দেশ ঃ	ঃ প্রচার ঃ	ঃ স্থির-চিত্র ঃ	ঃ পরিচয় লিখন ঃ
অনিল পাল	শচীন সিংহ	সমর ব্যানার্জী	দিগেন ষ্টুডিও

সাজ পোষাক ঃ—বি, দাস ঃ ও, ডি আর ঃ মেক আপ ইণ্ডাষ্ট্রিজ

গীতিকার ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কবি শৈলেন রায় ঃ সুরেন চক্রবর্ত্তী ঃ

॥ কণ্ঠসঙ্গীতে ॥

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখার্জী, ডাঃ গোবিন্দ গোপাল মুখার্জী
মাধুরী দেবী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর পাল

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় ঃ অমল সরকার, বরেন চট্টোপাধ্যায়। শব্দযন্ত্রে ঃ বিনয় গুহ। চিত্রশিল্পে ঃ দেবেন্দ্র দে, সুখেন্দু দাশ গুপ্ত। রূপ সজ্জায় ঃ সুরেশ রায়, গোবর্দ্ধন। ব্যবস্থাপনায় ঃ শিশির বক্সী, নিমাই রায়, উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। শিল্প নির্দ্দেশে ঃ লক্ষ্মণ সাহা, তরুণ দাস, দৈতরী, মণিমোহন। আলোক সম্পাতে ঃ অনিল দত্ত, অজিত দাস, অনন্ত সরকার, শান্তি নন্দী, তারাপদ মান্না উপেন দাস।

॥ তারকেশ্বরের এষ্টেট-এর সৌজন্যে তারকেশ্বরের দৃশ্যাবলী গৃহীত ॥

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারিজ (প্রাঃ) লিঃ পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ কালিপদ দাস (বাসন ব্যবসায়ী)

॥ রূপায়ণে ॥

কমল মিত্র, কানু বন্দ্যোঃ, নীতিশ মুখার্জী, মহেন্দ্র গুপ্ত, সন্তোষ সিংহ, বাবুয়া, তুলসী চক্র, জহর রায়, নবদ্বীপ নৃপতি, অজিত চট্টোঃ, মাঃ অলোক, নরেন চট্টোঃ, আদিত্য ঘোষ, মণি শ্রীমানি, রাধারমন, হরিদাস, ভূপেন চক্রঃ, বাণী বাবু, নবকুমার, জয়নারায়ণ, পদ্মাদেবী, অপর্ণা, শোভা সেন, রেণুকা রায়, স্বাগতা লীলাবতী, অনুশীলা, কেতকী, ইরা, সন্ধ্যা (বড়), আশা দেবী, বীণা, শিবানী, মিতা চ্যাটার্জী ও ১০০১ জন শিল্পীসহ কপিলা।

কাহিনী

জাগ্রত দেবতা বাবা তারকনাথ..... তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে আসে অগণিত ভক্ত, দেবতার উদ্দেশ্যে তারা আন্তরিক প্রার্থনা জানায়, আশীর্ব্বাদ কামনা করে।

বাবা তারকনাথের প্রতিষ্ঠা-কাহিনী ঘটনা-বহুল। সেই ঘটনার কথা; কথকঠাকুর শ্রোতাদের কাছে গেয়ে চলেছেন রাজা ভারামল্ল ছিলেন রাঢ়ের অধিবাসী। তিনি ছিলেন পরোপকারী, যোদ্ধা, ন্যায়পরায়ণ পুরুষ। একদা পরগণাদারের অত্যাচার থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করে পড়েন নবাবের রোষানলে।

নবাব এলেন ভারামল্লকে শাস্তি দিতে, কিন্তু তিনিও হতাশ হলেন। নবাব বললেন, "আপনি ঈশ্বরের অনুগৃহীত"।

ভারামল্লের শৌর্য্যে ও বীর্য্যে তুষ্ট হয়ে নবাব ভারামল্লকে রাজা বলে সম্মানিত করলেন আর করলেন রাঢ়ের শাসনকর্তা।

রাজ মহিষী কাত্যায়ণী ছিলেন শিবের ভক্ত। স্বামীকে শিব উপাসনার প্রেরণা দিতেন, কিন্তু রাজা পরিহাস করে বলতেন "যে দিন তোমার শিব নিজে আমায় দেখা দিবেন আমি সেইদিনই তাঁকে প্রণাম করবো"।

স্বামীর বাক্যে কাত্যায়ণী মর্ম্মাহত হয়ে বললেন, "দেখলেও তাঁকে চিনতে পারবে না"—উত্তরে বললেন রাজা,—"ঘুম থেকে যে জাগাতে পারে, বোজা চোখও সে খোলাতে পারে, নইলে কিসের সে সর্ব্বশক্তিমান"।

★ ★ ★ ★ ★ ★

রাজার গো-রক্ষক ছিলেন মুকুন্দ ঘোষ। তাঁর স্ত্রী কুঞ্জলতা, নিঃসন্তান এবং মুখরা; তারই দাপাট ত্রস্ত মুকুন্দ ঘোষ এবং মাতৃপিতৃহীন আশ্রিত বালক ফেলা। ফেলা চরাতো গরু জাব দিত ভারামল্লের শ্রেষ্ঠ গাভী কপিলাকে। ফেলার অগোচরে কপিলা প্রতিদিনই বনের মধ্যে এসে মহাদেবকে দুগ্ধদানে তুষ্ট করতো।

একদিন খাজাঞ্চী এসে অভিযোগ করলো। কপিলার দুধে তেমন স্বাদ নেই। তার সামনে কপিলার দুধ দোহন করতে হবে। মুকুন্দ ঘোষ কপিলার দুধ দোহন করতে গেল, কিন্তু দুধ নেই। খাজাঞ্চী রেগে আগুন মুকুন্দ ঘোষ অভিযোগ করলো, "নিশ্চয়ই ফেলা সব দুধ খেয়ে ফেলে"। শুনলো ফেলা। শাস্তি পাবার ভয়ে সে পালালো।

★ ★ ★ ★ ★ ★

গভীর জঙ্গলে মায়াগিরি শিষ্যদের নিয়ে শিবজয় গান করছে; হর হর ব্যোম, ব্যোম।

মায়াগিরি একদা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছেন; স্বয়ং মহাদেব রাঢ়ে আবির্ভূত হবেন তাই তিনি হিমালয় থেকে এসে পৌঁছেছেন এই রাঢ়ে। খুঁজছেন প্রতিটী ধূলিকণার মধ্যে তাঁর ইষ্ট দেবতাকে।

খোঁজার বিরাম নেই। একদিন তিনি দেখলেন একটি বালক পাথর আঁকড়ে বলছে "ঠাকুর আমায় রক্ষা কর"।

আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন মায়াগিরি। মায়াগিরি ফেলাকে নিয়ে আস্তানা গাড়লেন। আর মহাসমারোহে শিবের ভজনা করতে লাগলেন।

★ ★ ★ ★ ★ ★

গ্রামবাসীরা রাজার কাছে অভিযোগ করলো, গ্রামে কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, সে নাকি তাদের গরু-ছাগল চুরি করছে।

রাজা ডাক দিলেন শাস্ত্রীদের। তাদের শক্তি হলো ব্যর্থ। রাজা স্বয়ং এগিয়ে এলেন সন্ন্যাসীকে সাজা দিতে। সাক্ষাৎ হলো সন্ন্যাসীরসঙ্গে। সন্ন্যাসী বললেন, "রাঢ়ের অভিষ্ট দেবতা তারকেশ্বর" তাঁরই জন্য হিমালয় থেকে এখানে এসেছি। রাজা বিশ্বাস করলেন না সন্ন্যাসীর কথা। করলেন ভর্ৎসনা।

সন্ন্যাসী বললেন, "তারকেশ্বরের পূজার ভার নিলে, আমি এখান থেকে চলে যাব।" কথা দিলেন রাজা। আর বললেন সন্ন্যাসীকে "আমি তারকেশ্বরকে তুলে নিয়ে যাবো আমার প্রসাদে।"

সন্ন্যাসী বললেন "এর মূল কতদূর, কেউ তা' জানে না, রাজা ; তুমি একাজ করোনা।" রাজা ভারামল্লের আদেশে তারকেশ্বরকে তোলার আয়োজন চললো কিন্তু সব চেষ্টা হলো ব্যর্থ।

সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব স্বপ্নদিলেন রাজা ভারামল্লকে, এইখানেই প্রতিষ্ঠা হো'ক আমার মন্দির "প্রচ্ছন্ন ভক্ত আমার, প্রচার কর শিবনাম" আরও বললেন—"আমার পরম ভক্ত শিংটীগ্রামের জন্মান্ধ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী হবে আমার প্রথম পুরোহিত।"

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী রাত্রির শেষ প্রহরে স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে নিয়ে এলেন দুধ পুকুরে। স্নান করে ফিরে পেলেন তার দৃষ্টি। দেখলেন রাজা ভারামল্লকে সন্ন্যাসীর বেশে।

কথকঠাকুর আরো জানালেন শ্রোতাদের এই ভাবে অনাদিলিঙ্গ তারকনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তারপর.....।

ঃ গান ঃ

(১)

হে নটনাথ এ নট দেউলে
কর হে কর তব শুভ চরণ পাত
হে নটনাথ।
তোমার সঙ্গীতে নৃত্য ভঙ্গীতে
হউক হেথা নব জীবন সঞ্জাত হে নটনাথ।
তব প্রসাদে দেব—দেব হে আদি কবি॥
বাক মুখর হল মূক এ ছায়া ছবি
আজি এ ছবি পটে তব মহিমা রটে
আলো ছায়ায় দুলে স্বপন রাঙা রাত
হে নটনাথ।

রচনা ঃ—কাজী নজরুল ইসলাম

(২)

চড়কের শিবের জটা আসমানে উড়িল রে
গুরু গুরু গুরু গুরু মেঘের ডমরু বাজিল রে
নিয়ে প্রবল কাল বৈশাখী সেই মহাকাল
এল নাকি—এল নাকি
ডাল ভাঙ্গা ভূত সঙ্গে ল'য়ে তাণ্ডব জুড়িল রে
বিজলী তার সর্পমালা বজ্র ত্রিশূল
ঝড়ের মুখে উথাল পাথাল ভাগীরথীর কূল
রুদ্রতালে পাগল নাচে
ও তার ঝোলার ভিতর সিদ্ধি আছে
পাগল নাচে
ঐ যে মরা ডালের মরণ মাঝে
জীবন কুড়ি দিল রে॥

রচনা ঃ—সুরেন চক্রবর্ত্তী

গান

(৩)

প্রভুমীশ মনীশম্ শেষ গুণম্
গুণহীন মহীশ গরা-ভরণম্ ॥
রণ নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

গিরিরাজ সুতান্বিত বাম তনুং
তনু নিন্দিত রাজিত কোটী বিধুম্ ॥
বিধি বিষ্ণু শিরোধৃত পাদযুগম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সম্মুকুটম্
কোটিলাম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটম্ ॥
সুর শৈবলিনি কৃত পুত জটম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখম্
মুখ পদ্ম পরাজিত কোটী বিধুম্
বিধি খণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্

জগদুদ্ভব পাল নাশ করং
ত্রিদিবেশ শিরোমনি ঘৃষ্টপদম
প্রিয় মানব সাধু জনৈক গতিং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম ॥

(৪)

গোলাপে গোলাপে রাঙা ফাল্গুনের দিন এই
আঁখি পাখী বাঁধে বাসা দুটি কাল আঁখিতেই
পরাণের সুধা ঢালো নয়নের পেয়ালায়
ভুলে থাক ভুলে থাকি দুদিনের এ খেলায়
চামেলির নিশি এল স্বপনে যে জাগিতেই
দুটি কালো আঁখিতেই—
প্রাণের পান্থশালে দেখা দিলে যদি গো
এস গো চোখের কবি আঁখির দরদী গো
প্রজাপতি দিন গুলি আঙ্গুরের খুনে লাল
হয়তো বা আজ আছে ফুরায়ে যাবে সে কাল
বয়ে যাক, মধু নিশা প্রেম ছবি আঁকিতেই
দুটি কালো আঁখিতেই ॥

রচনা :—কবি শৈলেন রায়।

(৫)

দুখের বেশে এলেই বলে
ভয় করি কি হরি।
দাও ব্যথা যতই, তোমায় ততই—
নিবিড় করে ধরি ॥
আমি, শূন্য করে তোমার ঝুলি
দুঃখ নেবো বক্ষে তুলি।
করবো দুখের অবসান আজ
সকল দুঃখ বরি ॥
কত সে মন কত কিছুই
হজম করে ফেলি নিতুই
এক মন-ই তো দুঃখ দেবে
তাহে নাহি ডরি ॥
(তুমি) তুলে দিয়ে সুখের দেওয়াল
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল
আজ আড়াল ভেঙ্গে দাঁড়ালে মোর
সকল শূন্য ভরি ॥
রচনা :— কাজী নজরুল ইসলাম।

(৬)

কোই কাহু কাহে মান লাগা
এয়সী প্রীতি ল্যগী ম্যন, মোহন সে.—
জিঁউ সোনে পে সোহাগা।
জনম জনম কা সোয়া মানুয়া—
সংগুরু শব্দসে জাগা
মাতা পিতা সুত কুটুম কবিলা
টুট গয়া জিউ তাগারে—
মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর
ভাগ হামারা জাগা ॥

(৭)

ধ্যায়েন্নিতং মহেশং রজত গিরিনিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাংঙ্গং পরশু মৃগবরা
ভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতম্
মরণানৈর্ব্যাঘ্র কৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং
নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম ॥

(৮)

চন্দ্রশেখর, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রশেখর
পাহিমাং
গঙ্গাধর হে গঙ্গাধর হে গঙ্গাধর হে
রক্ষমাং।

(৯)

জয় জয় করুণা নিধে—
শ্রীমহাদেব শম্ভোঃ —

(১০)

শিবহর শঙ্কর গৌরী সম্
বন্দে গঙ্গাধর মীশম্।
রুদ্রং পশুপতি মীশনম্
বন্দে গঙ্গাধর মীশম্ ॥

(১১)

জটাটবী গলজ্জল প্রবাহ প্লাবিত
স্থলে।
গলে বনমালম্বিতাঃ ভুজঙ্গ তুঙ্গ
মালিকাং
ডমড্ডম ডমড্ডম নিনাদ বড্ডময়ং
চকার চণ্ড তাণ্ডবং তনো তুণঃ
শিবঃ শিবম ॥
জটা কটাহ সম্ভ্রম ভ্রমন্নিলিম্প
নির্ঝরী
বিলোল বীচি বল্লরী বিরাজমান
মূর্দ্ধনি
ধগদ্ধগ ধগজ্ জ্বলাট পট্ট পাবকে
কিশোর চন্দ্রশেখরে রতিং প্রতিক্ষণং
মম ॥

জটা ভুজঙ্গে পিঙ্গল স্ফুরৎ ফণা
মহি প্রভা
কদম্ব কুঙ্কুমদ্রব প্রলিপ্ত দিগ বিধুমুখে
মদান্ধ সিন্দুরা সুরত্ব শুভরীয় মে ত্বরে
মনো বিনোদ মদ্ভুতাং বিভর্তু ভূত
ভর্ত্তারী ॥
জয়ত্ব দভ্র বিভ্রম ভ্রমদ্ভুজঙ্গম স্ফুরৎ
বিনির্গম ক্রম স্ফুরৎ করাল ভাল
হব্য বাট,
ধিমি ধিমি ধিমি ধ্বলদঙ্গ ভূঙ্গ মঙ্গল
ধ্বনি ক্রম প্রবর্তিত প্রচণ্ড তাণ্ডব শিবঃ

(১২)

নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল
লুটাইয়া পড়ে দিবা রাত্রি বাঘছাল
আলোছায়ার বাঘ ছাল
ফেনাইয়া ওঠে নীল কণ্ঠের হলাহল
ছিঁড়ে পড়ে দামিনী অগ্নি নাগিনী দল
দোলে ঈশান মেঘে ধূর্জ্জটী জটাজাল
আলোছায়ার বাঘছাল।
সে নৃত্য ভঙ্গে গঙ্গা তরঙ্গে
সঙ্গীত দুলে ওঠে অপরূপ রঙ্গে
নৃত্য উছল জলে বাজে জলদ তাল
সে নৃত্য ঘোরে ধ্যানে নিমিলিত ত্রিনয়ন
ধ্বংসের মাঝে হেরে নব সৃজন স্বপন
জ্যোৎস্না আশীষ ঝরে উছলিয়া
শশীথাল
নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল।

রচনা :—কাজী নজরুল ইসলাম

★ ★ ★ প্রস্তুতির পথে ! ★ ★ ★

শক্তি প্রোডাকসনের
দ্বিতীয় ভক্তি অর্ঘ্য

কামরূপ কামাখ্যা

কাহিনী
চিত্রনাট্য
পরিচালনা
সঙ্গীত ?

PASUPATI (B.S.)

॥ শক্তি প্রোডাকসনের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব শচীন সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত এবং শচী প্রেস হইতে মুদ্রিত ॥